শিক্ষাক্রম ২০২২

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : বাংলা | সপ্তম শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৭ম শ্রেণির ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : বাংলা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪

ক) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫

খ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৬

গ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা ৭

শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ ৮

পরিশিষ্ট ১ ..... ৯

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) ..৯

ভাষা ও সাহিত্য উৎসব ১২

শিক্ষকের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা ১৩

পরিশিষ্ট ২ ..... ১৮

সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পারদর্শিতার সূচকের সমন্বয় ১৮

পরিশিষ্ট ৩ ..... ১৯

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক ১৯

পরিশিষ্ট ৪ ..... ২২

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ২২

পরিশিষ্ট ৫ ..... ২৫

ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনাদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে-

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা এখন আর মূল বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং যোগ্যতার সব কয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। **রিপোর্টকার্ডে অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপ্টে নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।**

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

২০২৩ সালে ৭ম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা

বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেওয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

ক) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের যে ধরনের তথ্য জানা প্রয়োজন সেগুলো 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' নামে নির্দেশনা আকারে প্রস্তুত করা আছে। **উৎসবের অন্তত ৭ দিন আগে বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন। তারা যেন অবশ্যই ঐদিন নিজ নিজ পাঠ্যবইটি সাথে করে নিয়ে আসে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেবেন।** প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন নির্দেশনাটি সুস্পটভাবে পায় তা নিশ্চিত করবেন। **কোন দিন** 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে, সেই তারিখ ও সময় তাদের জানিয়ে রাখবেন। অন্যান্য বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে বাংলা বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ করবেন।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে। **সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাইয়ের জন্য কার্যক্রম অনুযায়ী 'পারদর্শিতার সূচক' নির্দিষ্ট করা আছে। কোন কার্যক্রমের জন্য কোন সূচক হবে তা পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত আছে। সামষ্টিক মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম**

নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক' (পরিশিষ্ট-৩) অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দক্ষতার মাত্রা নির্ধারণ করবেন।

- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নে কিছু কার্যক্রম রয়েছে যেগুলোতে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মূল্যায়ন উৎসবের কয়েকদিন আগে কার্যক্রম অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে দল ভাগ করে দেবেন। দলের সদস্যরা যেন দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। কার্যক্রমগুলো শিক্ষার্থীরা দলে উপস্থাপন করলেও তাদের একক পারফরম্যান্স অনুযায়ী 'সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক' পূরণ করবেন।
- ✓ 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' –এর মাধ্যমে সামষ্টিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের জন্য নমুনা বিষয়বস্তু, সময়, প্রশ্ন, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয় ও কৌশলের পরিবর্তন-পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজন করতে পারবেন।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের যেসব ক্ষেত্রে লেখা কিংবা মুখে বলার কাজ রয়েছে, শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি) বিবেচনায় নিয়ে সেখানে বিকল্প উপায়ে প্রকাশের সুযোগ রাখবেন।
- ✓ অন্য শিক্ষক বা ভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হলে তাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন।
- ✓ বিশেষ প্রয়োজন হলে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য পুনঃমূল্যায়নের সুযোগ রাখতে পারবেন।

খ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের নমুনা ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে -

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

গ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনোবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ ত্রিভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
৭.১ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	৭.১.১	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২ ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	৭.২.১	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩ শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা।	৭.৩.১	লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
	৭.৩.২	অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
	৭.৩.৩	গঠন অনুসারে বিভিন্ন	কোথায় কোন যতিচিহ্ন	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরন	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি

		শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	ব্যাখ্যা করতে পারছে	করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৭.৪ প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা। ৭.৬ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির প্রতিফলন করতে পারা।	৭.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৫ সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	৭.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের সাথে নিজের যে কোনো অভিজ্ঞতার সম্পর্ক করতে পারছে
	৭.৫.২	নিজের কল্পনা ও	নিজের কল্পনা ও	নিজের প্রস্তুতকৃত	অন্যের প্রস্তুতকৃত

		অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে ও বিশ্লেষণ করতে পারছে	অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ করতে পারছে	সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জন করতে পারছে	সাহিত্যকর্মকে এর রূপ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে পরিমার্জনের ক্ষেত্র উপস্থাপন করতে পারছে
৭.৭ কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	৭.৬.১	ইতিবাচকভাবে নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে	কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে	কোন বিষয়ে অভিমত ও দ্বিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করতে পারছে এবং নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে	নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দ্বিমত প্রকাশের সময় অন্যের মতামতের প্রতি মর্যাদা রেখে নিজের মতের পক্ষে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারছে

ভাষা ও সাহিত্য উৎসব

বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা		
কার্যক্রম	নির্দেশনা	সময়
1. প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ	**বাড়ি থেকে করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে:** কোনো ব্যক্তির সাথে আলোচনার সময় তিনি যদি প্রসঙ্গের বাইরে চলে যান সেক্ষেত্রে তার প্রতি সন্মান বজায় রেখে কীভাবে পুনরায় প্রসঙ্গের মধ্যে ফিরে আসা যায় এ ব্যাপারে পরিবার বা পরিবারের বাইরের অন্তত দুইজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । এরপর এ বিষয়টি নিয়ে এক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি তালিকা লিখিতভাবে প্রস্তুত করে নাম ও আইডিসহ লিখে জমা দিতে হবে। যাদের সাথে আলোচনা করে এ কাজটি করা হয়েছে কাগজে তাদের নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।	
	• অন্যের সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। • তথ্য সংগ্রহের জন্য লটারির মাধ্যমে ৫ সদস্যের দল তৈরি করে দেওয়া হবে। • সংগৃহীত তথ্য দলগতভাবে জমা দিতে হবে। • দলের প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিবে।	৪৫-৬০ মিনিট (প্রতি দল)
2. প্রমিত বাংলায় কথা বলা	**বাড়ি থেকে করে এনে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে:** নিজের বাড়িতে শব্দের অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ হয় এমন দশটি বাক্য পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে শনাক্ত করতে হবে। বাক্যগুলোকে প্রমিতে রূপান্তর করে একটি কাগজে নাম ও আইডিসহ লিখে জমা দিতে হবে। যাদের সাথে আলোচনা করে এ কাজটি করা হয়েছে কাগজে তাদের নাম, পরিচয় ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।	
	• ৭ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইয়ের বাইরে থেকে যে কোনো কবিতার প্রথম ১০ লাইন এবং যে কোনো গদ্যাংশের ১০ লাইন বাছাই করতে হবে। • প্রমিত উচ্চারণে বাছাইকৃত কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে এবং গদ্যাংশটি পাঠ করতে হবে। • কবিতা আবৃত্তি এবং গদ্যাংশ পাঠের কাজটি লেখা দেখে করা যাবে।	২-৩ মিনিট (প্রতিজন)
3. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও	• ১ম ধাপ: একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হবে এবং এটি থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক কয়েক শ্রেণির শব্দ, সমাস-সাধিত, উপসর্গ-সাধিত, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করতে হবে। • ২য় ধাপ: বাক্যে প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দের প্রয়োগ করতে হবে।	৪৫-৬০ মিনিট (প্রতিজন)

যতিচিহ্নের ব্যবহার	• ৩য় ধাপ: নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে তিন শ্রেণির বাক্য গঠন করতে হবে। • এ কাজের সময় পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।	
4. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ	• প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাধিক বিষয় থেকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারন করে নিতে হবে। • বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখিত কাজ দেওয়া দেওয়া। • এ কাজের সময় পাঠ্য বইয়ের সাহায্য নেওয়া যাবে।	৩০-৪৫ মিনিট (প্রতিজন)

শিক্ষকের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা

উৎসবের অন্তত ৭ দিন আগে বাংলা বিষয়ে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন। তারা যেন অবশ্যই ঐদিন নিজ নিজ পাঠ্যবইটি সাথে করে নিয়ে আসে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেবেন। উৎসবের আগে ও উৎসবের দিন কার্যক্রম অনুযায়ী নিচের নির্দেশনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ও কাজ নির্ধারণ করবেন। এ কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখবেন।

১. প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ

বাড়ি থেকে করে এনে জমা দেবার কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং কাজটি কেমন হবে তা সুস্পষ্ট করার জন্য নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সে অনুযায়ী কাজটি জমা দিতে বলবেন।

নমুনা কাজ: বয়স ও সম্পর্কের বৈচিত্র্যতা বিবেচনায় মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য
ক) খ) গ)

যাদের সাথে আলোচনা করে কাজটি করেছি:		
ক) নাম:	সম্পর্ক:	স্বাক্ষর
খ) নাম:	সম্পর্ক:	স্বাক্ষর

পরবর্তী কাজের জন্য উৎসবের নির্ধারিত দিনটির আগেই শিক্ষার্থীদের কিছু দলে বিভক্ত করে দেবেন। ভাগ করা দলগুলোকে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন। বিষয়টি যেন প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত এবং বয়স উপযোগী হয় হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অন্যদের সাথে কথা বলে ও পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে। অন্য শিক্ষক বা ভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলে ঐ শিক্ষক বা ঐ ক্লাসের শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন। বিষয় অনুযায়ী প্রতি দল কাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। প্রত্যেক সদস্য নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত তথ্য একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। নিচে কিছু বিষয় ও নির্দেশনার নমুনা দেওয়া হলো:

নিচের বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করো।

নমুনা কাজ: প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ	
বিষয়	নির্দেশনা
আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মতামত	• বিষয়টি নিয়ে দলগতভাবে আলোচনা করো। • আলোচনা করা বিষয়গুলো তালিকা আকারে কাগজে লেখো। • এ তালিকা বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষক বা পূর্ব-নির্ধারিত একজন ব্যক্তির যে কোনো অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করো। • তালিকা ও অন্যদের মতামত একত্র করে দলগতভাবে একটি কাজ হিসেবে জমা দাও।

২. প্রমিত বাংলায় কথা বলা

বাড়ি থেকে করে এনে জমা দেবার কাজটি শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং কাজটি কেমন হবে তা সুস্পষ্ট করার জন্য নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাবেন এবং সে অনুযায়ী কাজটি জমা দিতে বলবেন।

নমুনা কাজ: বাড়িতে শব্দের অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণ হয় এমন বাক্যের প্রমিত রূপ	
অপ্রমিত/আঞ্চলিক উচ্চারণের বাক্য	**বাক্যটির প্রমিত রূপ**
১)	
২)	
৩)	
৪)	
যাদের সাথে আলোচনা করে কাজটি করেছি: ক) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর খ) নাম: সম্পর্ক: স্বাক্ষর	

আবৃত্তি ও পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিয়ে রাখবেন, তারা যেন প্রত্যেকে নিজের মতো কবিতা ও গদ্যাংশ বাছাই করে। ৭ম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইয়ের বাইরের যে কোনো কবিতা বাছাই করার নির্দেশনাটি স্মরণ করিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, তারা দেখে কিংবা না দেখে আবৃত্তি ও পাঠের কাজটি করতে পারবে। এটা বলে রাখবেন যে কবিতা আবৃত্তি ও পাঠের সময় শব্দের প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল করা হবে এবং আবৃত্তি করার প্রস্তুতি হিসেবে বাড়িতে অনুশীলন করার পরামর্শ দেবেন। সময় এবং কাজের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাসের সামনে এনে আবৃত্তি ও পাঠ করানোর পরিবর্তে নিজেদের সিট থেকে দাঁড়িয়ে করানো যাবে।

৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার

১ম ধাপ: পাঠ্যবইয়ের ৫ম/৬ষ্ঠ অধায়ের এক বা একাধিক গদ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীদের নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত গদ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীদের ৮ শ্রেণির শব্দের প্রতিটির ২টি করে উদাহরণ উল্লেখ করতে হবে। একইসাথে ২টি করে সমাস-সাধিত, উপসর্গ-সাধিত, এবং প্রত্যয়-সাধিত শব্দ উল্লেখ করতে হবে।

২য় ধাপ: ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের আলোকে শিক্ষার্থীদের ৭-১০টি শব্দ নির্ধারণ করে দেবেন। প্রথমে তারা এ শব্দগুলোর যে কোনো ৫টির প্রতিশব্দ ব্যবহার করে পৃথক পৃথক ৫টি বাক্য রচনা করবে। এরপর

প্রস্তুতকৃত বাক্যগুলোতে অর্থের পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ করবে। নিচে এ কাজটির একটি নমুনা দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: বাক্যে প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দের প্রয়োগ		
নিচের যে কোনো ৫টি শব্দের প্রতিশব্দ প্রয়োগ করে ৫টি পৃথক বাক্য রচনা করো। এরপর প্রস্তুতকৃত বাক্যগুলোতে অর্থের পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ দেখাও। অন্ধকার, সুন্দর, দয়া, অভাব, খাদ্য		
শব্দ	বাক্যে প্রতিশব্দের ব্যবহার	অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ
অন্ধকার	অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।	আলো ছাড়া কিছু দেখা যায় না।
সুন্দর	ফুলটা সুন্দর।	ফুলটা অসুন্দর নয়।

৩য় ধাপ: নির্দিষ্ট কিছু শব্দ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করে দেবেন। এ শব্দগুলো ব্যবহার করে তাদের তিন শ্রেণির সর্বোচ্চ ১০টি বাক্য প্রস্তুত করতে পারবে। এ বাক্যগুলোতে একইসাথে অন্তত ৫ শ্রেণির যতিচিহ্নের প্রয়োগ দেখাতে হবে। পাশপাশি শিক্ষার্থীরা যেন একই শব্দ না পায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। নিচে এ কাজটির একটি নমুনা দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: তিন শ্রেণির বাক্যে যতিচিহ্নের প্রয়োগ
নিচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হলো। এগুলো থেকে যে কোনো একটি বা দুইটি সবসময় ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ১০টি সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য তৈরি করতে হবে। লক্ষ্য রাখবে বাক্যগুলোতে যেন ৫ শ্রেণির যতিচিহ্নের প্রয়োগ থাকে। বইমেলা, অফিস, বিদ্যালয়, মন্দির, মসজিদ, ক্লাসরুম
নির্ধারিত শব্দ: বইমেলা সরল বাক্য ১: আমি আজ বইমেলায় যাব। সরল বাক্য ২: তুমি কী বইমেলায় যাবে? সরল বাক্য ৩: বইমেলা থেকে কিনে আনা বইটা কি সুন্দর ! জটিল বাক্য ১: তুমি যদি না আসো, আমি বইমেলায় যাব না। জটিল বাক্য ২: যদি তুমি বইমেলায় না যাও, তাহলে তোমার লাল-সবুজ টুপিটা আমাকে ধার দিও। যৌগিক বাক্য ১: রাশেদ বইমেলায় ১০টা বাজে যাবে আর আমি যাবো ১১টা বাজে।

৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোকে চারপাশের বিভিন্ন ধরনের লেখা থেকে ৫ ধরনের লেখা শিক্ষার্থীদের বিষয় হিসেবে দেবেন। এর মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন একই বিষয় না পায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। একইসাথে ঐ ধরনের লেখা সে কোথায় দেখেছে এবং লেখাটি লেখাটি কীরূপ ছিল তা উল্লেখ করবে। একইসাথে তার স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ঐ বিষয়ের উপর দুটি নমুনা লেখা প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীদের কীভাবে বিষয় নির্ধারণ করতে দেবেন এবং বিষয় অনুযায়ী কাজ করতে দেবেন তার নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

নমুনা কাজ: চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ
নিচের ৫টি বিষয় থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করো। লক্ষ্য রাখবে যেন তোমার পাশের সহপাঠীদের সাথে বিষয়টি না মিলে: ক) সাইনবোর্ড খ) পোস্টার গ) ব্যানার ঘ) বিজ্ঞাপন ঙ) নোটিশ
এবার নির্ধারিত বিষয়টির উপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজে তুমি পাঠ্যবইয়ের সহায়তা নিতে পারবে। ক) এ ধরনের লেখা সাধারণত কী উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় বলে তুমি মনে করো? খ) এ ধরনের লেখা সরাসরি বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে (বই, কমিকস, পত্রিকা, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি) তুমি কোথায় কোথায় দেখেছ উল্লেখ করো? গ) যে ধরনের নমুনা তুমি দেখেছিলে তার মধ্য থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করো এবং সেটিতে কী ধরনের লেখা ছিল বলে তোমার মনে পড়ে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করো। যেভাবে লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে এর উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ঘ) নির্ধারিত বিষয়ের উপর তুমি একটি নমুনা লেখা প্রস্তুত করো। লক্ষ্য রাখবে এটি যেন তোমার পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ নমুনার সাথে হুবুহু না মিলে যায়।

পরিশিষ্ট ২

সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের সাথে পারদর্শিতার সূচকের সমন্বয়

সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণস্বরূপ, 'যোগাযোগ করা' কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাকি তিনটি কার্যক্রমের প্রতিটির জন্য কোন পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিচের ছকে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক 'ভাষা ও সাহিত্য উৎসব' -এর কার্যক্রম পরিচালনার সময় ও পরবর্তিতে শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া বিভিন্ন ধরনের কাজ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবেন। এর ভিত্তিতে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কার্যক্রম অনুযায়ী নিচে নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকগুলোর মাত্রা নির্ধারণ করবেন। কী ধরনের পারদর্শিতার ভিত্তিতে প্রতিটি সূচকের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে তা পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ আছে।

সামষ্টিক মূল্যায়নের কার্যক্রম	পারদর্শিতার সূচক
১. প্রসঙ্গ বজায় রেখে যোগাযোগ	৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
২. প্রমিত বাংলায় কথা বলা	৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৩. ভাষায় শব্দ, বাক্য ও যতিচিহ্নের ব্যবহার	৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে
	৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে
	৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে
৪. চারপাশের লেখা বিশ্লেষণ	৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৩

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		তারিখ:
শ্রেণি : ৭ম	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :

		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৪

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট

প্রতিষ্ঠানের নাম					
শিক্ষার্থীর নাম :					
শিক্ষার্থীর আইডি :	শ্রেণি : ৭ম	শাখা:	শিফট:	বিষয় : বাংলা	শিক্ষকের নাম :

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৭.১.১ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে	□	○	△
	পাঠ্যবইয়ের পাঠ থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় শনাক্ত করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে	ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যোগাযোগের সময় আলোচনার বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে
৭.২.১ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে	□	○	△
	দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের কমপক্ষে ২০টির অপ্রমিত উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করতে পারছে	শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে
৭.৩.১ লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	লেখা থেকে ৮ শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বিভিন্ন শব্দের কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা লেখা শনাক্ত করতে পারছে	নিজে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুচ্ছেদ থেকে কোনটি সমাস,প্রত্যয়,উপসর্গ সাধিত শব্দ তা শনাক্ত করতে পারছে
৭.৩.২ অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	বাক্যে একই শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ প্রয়োগ করতে পারছে	শব্দের প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ শনাক্ত করতে পারছে	বাক্য ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দে ও বিপরীত শব্দে পরিবর্তন করতে পারছে
৭.৩.৩ গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে	□	○	△
	কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে তা শনাক্ত করতে পারছে	গঠন অনুসারে বাক্যের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারছে	বিভিন্ন গঠনের বাক্য তৈরি করতে পারছে ও অনুচ্ছেদের যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে

৭.৪.১ বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে	□	○	△
	নির্ধারিত ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নিজের মতো করে লেখা প্রস্তুত করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারছে	লেখা, ছবি, ছক ও সারণির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত উপস্থাপন করতে পারছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক সূচক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক সূচকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট-৩ এর ছক ব্যবহার করেই আচরণিক সূচকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ